বাংলা গদ্যচর্চায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সার্ধশতবর্ষ এ বছর পালিত হচ্ছে। বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য তথা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে রামেন্দ্রসুন্দরের অবদান উল্লেখযোগ্য। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর গদ্য সম্বন্ধে সমকালীন মনীষীদের মন্তব্যগুলি স্মরণযোগ্য। মনে রাখতে হবে, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ধারার ইতিহাসে উনিশ শতকে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-ভূদেব রাজনারায়ন-রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে যে উন্নতমানের গদ্যরীতির বিকাশ হয়েছিল, সেখানে সংস্কৃত এবং ইংরেজি গদ্য সাহিত্যের সংমিশ্রণে বাংলা গদ্য নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষামূলর চর্চা হচ্ছিল। বাংলা গদ্যের স্টাইলিস্কের ইতিহাসে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর রচনায় এনেছেন বিজ্ঞান-বিষয়ক শব্দের বঙ্গীকরণ এবং পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রেও তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ফলত উনিশ শতকের এই বিজ্ঞানবিদ, অধ্যাপক, সংগঠক, লোকসংস্কৃতি-সংগ্রাহক, স্বদেশি আন্দোলনের পথিকৃৎ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক, সমাজসেবক একই সঙ্গে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশেও অনায়াসে তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সমকালে রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির প্রসারে অগ্রণী ছিলেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সূত্রে তাঁদের মধ্যে যোগাযোগও ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একদা মন্তব্য করেছিলেন — 'দর্শনই হউক বা বিজ্ঞানই হউক, ইতিহাসই হউক বা প্রত্নতত্ত্বই হউক, রামেন্দ্রসুন্দর যাহাই লিখিতেন তাহাইযে শুধু প্রাঞ্জল হইত এমন নয় সত্য সত্যই তাহা মধুরতায় প্রাণকে জল করিয়া দিত।'

অর্থাৎ রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যের উৎকৃষ্ট গুণ হল প্রাঞ্জলতা এবং তাঁর রচনায় মধুরতার অনুসন্ধান করেছেন বন্ধুরা। এই প্রাঞ্জলতা ও মধুরতায় মিশ্রিত করে বৈজ্ঞানিক গদ্য লিখন অত্যন্ত দুরূহ কর্ম। কেন না, রামেন্দ্রসুন্দর কোনো গল্প, উপন্যাস, কবিতা রচনা করেননি — লিখেছেন তথ্যনিষ্ঠ গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ। আসলে রামেন্দ্রসুন্দর চেয়েছিলেন কঠিন বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলিকে খুব সহজ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে, সে কারণে তিনি মাতৃভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলি রচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন এবং এই কাজে তাঁর উৎসাহ যারা দেন তাঁদের প্রধান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের উৎসাহেই 'সাধনা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর রচনা প্রকাশ শুরু করেন।

রামেন্দ্রসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে, শিক্ষাবিভাগের লোভনীয় চাকরির মোহকে উপেক্ষা করে ১৮৯২ সালে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে কাজে যোগ দেন যখন, তখন ছাত্র স্বার্থেই তাঁর মনে হয়েছিল, বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চা করা আবশ্যক। সে কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে সর্বপ্রথম তিনিই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার দরজা খুলে দেন।

১২৯১ সালে 'নবজীবন' পত্রিকায় বেনামে লেখা একটি বাংলা প্রবন্ধ 'মহাশক্তি' রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম বাংলা প্রবন্ধ। 'সাধনা,' 'ভারতী,' 'দাসী,' 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা,'

'মুকুল,' 'উপাসনা' ইত্যাদি সমকালের প্রায় প্রতিটি পত্র-পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 'সাধনা' সহ অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলি নিয়ে তাঁর প্রথম বই 'প্রকৃতি' প্রকাশিত হয় ১৩০৩ সালে। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত হয় ১৩১০ সালে। ১৩২০ সালে 'কর্মকথা,' 'চরিতকথা'; ১৩২৪-এ 'শব্দকথা' প্রকাশিত হয়। 'বিচিত্রজগৎ,' 'যজ্ঞকথা,' 'জগৎকথা' মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দরের অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঠাকুরবাড়ির উৎসাহে বিজ্ঞান চর্চা সে যুগের উল্লেখযোগ্য বিষয়। স্বর্ণকুমারী দেবী, নরেন্দ্রবালার সঙ্গে সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরও লিখেছেন বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ। তাঁর লেখা আকাশ তরঙ্গ (সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

'প্রকৃতি' গ্রন্থটিতে রামেন্দ্রসুন্দর সৌরমণ্ডল, আলোকের গতিবেগ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য। বিজ্ঞানের তত্ত্বের সঙ্গে সাহিত্যবোধের অসাধারণ সংমিশ্রণ তাঁর গদ্য। তিনি উপমা চয়ন করেছেন পুরাণ থেকে। তার উদাহরণ —

'প্রাণের এই উচ্ছ্বাস বেগবান, তরঙ্গিত, আবর্তসঙ্কুল, ফেনিল। জড়কে ইহা যেন টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ঐরাবতের বিশাল দেহ গঙ্গার স্রোতের বেগে ভাসিয়া যাইতেছে।'

'যজ্ঞকথা' গ্রন্থে বৈদিক যুগের অভ্যন্তরে অগ্নিরক্ষার বিধি ও যজ্ঞ অগ্ন্যাধ্যান সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন —

'বিজ্ঞানবিদ্যা মানুষের সংস্কারের সঙ্গে বিশ্বাসকে মেলায়।'

সংস্কৃত তৎসম শব্দের সঙ্গে সঙ্গে, পৌরাণিক প্রসঙ্গের সঙ্গে আধুনিক ইংরেজি শব্দের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন —

'গৃহস্থিত অগ্নি যেন সমস্ত গৃহস্থলীর একটা Symbol.'

১৯২৪ সালে রামেন্দ্রসুন্দরের 'শব্দকথা' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বাংলা ব্যাকরণ পরিভাষা ধ্বনিবিজ্ঞান ও শব্দতত্ত্ব নিয়ে তিনি যেভাবে ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের ছিল অত্যন্ত আগ্রহ। এ বিষয়ে তিনি মৌলিক কল্পনা ও ভাবনার প্রয়োগ ঘটান। সাহিত্য-পরিষদের পরিষৎ-পরিভাষা-সমিতি ও ব্যাকরণ সমিতি রামেন্দ্রসুন্দরের উৎসাহেই তৈরি হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে পরিভাষা নির্মাণের প্রস্তাব করেন রজনীকান্ত গুপ্ত। তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে রামেন্দ্রসুন্দর লেখেন, 'বিজ্ঞানের ভাষার সঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগ হেতু রাসায়নবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান থেকে কিছু ইংরেজি শব্দ আমাদের বাংলা ভাষায় অবিকল গ্রহণ করা দরকরা।'

পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন করে বেশ কিছু পদার্থের সংস্কৃত প্রতিশব্দ আবিষ্কার করেন। খাঁটি বাংলা চলিত ভাষা বিজ্ঞানের পরিভাষা কীভাবে হতে পারে এ বিষয়ে তিনি লেখেন —

'mass বস্তু

lens	পরকলা
prism	কলম
wind	হাওয়া
work	কাজ
tension	টান'

রামেন্দ্রসুন্দর সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রচীন পারিভাষিক শব্দের উদাহরণ দেন —

অক্ষান্তর	latitude
দেশান্তর	longitude ইত্যাদি

রামেন্দ্রসুন্দরের বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সাধনার মূল উদ্দেশ্য ছিল সুবোধ্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় বাংলা গদ্যকে সর্বজনবোধ্য করে তোলা। মাতৃভাষার চর্চা ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান এই মানুষটি ছিলেন একজন ছাত্রদরদী অধ্যাপক এবং পরে একজন সমাজসচেতন বিজ্ঞানী। রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন — যথাশক্তি বাঙালা সাহিত্যের সেবা করিব, এই আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই পোষণ করিয়াছিলাম। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তদর্থেই আমার সকল শক্তি নিযুক্ত করিয়াছি।

রামেন্দ্রসুন্দর প্রথম জীবনে কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন বলে নিজেই মনে করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে তাঁর মতো গমগমে ভাষায় না লিখলে মনের ভাব ভালো করে প্রকাশ করা যাবে না। পরবর্তীকালে এই ধরনের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর।

বাংলার লৌকিক গদ্যরীতিকে সরল প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা রূপকথা বা বাংলার ব্রতকথার ঢং-এ লেখা। এই গদ্য যে বিজ্ঞানীর হাতের গদ্য তা মনে হয় না — মনে হয় যেন বাংলা ঘরের মেয়ের মুখের ভাষা —

'মা লক্ষ্মী কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেব না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরব না। ঘরের থাকতে পরের নেব না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করব না ও ভিক্ষার ধন হাতে তুলব না ...'

মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে যে কয়েকজন ব্যক্তি এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামেন্দ্রসুন্দর। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' নামে শিশুপাঠ্য বইয়ে অসাধারণ ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাসের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা লিখেছিলেন। তাঁর নিজের লেখা গদ্যেও সেইসঙ্গে মিশে গেছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান, ইতিহাস ও লোকসাহিত্য এবং সর্বোপরি শিল্পীর হৃদয়বোধ। সে কারণে তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় মন্তব্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পুনর্বার উদ্ধৃত করি — 'তাঁর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৩২১ বঙ্গাব্দে রামেন্দ্রসুন্দরকে যে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন —

'তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর আমি তোমাকে সাদরে অভিবাদন করিতেছি।'

বিজ্ঞানসাধক রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভাষাবিজ্ঞানসাধক এবং সাহিত্যসেবক রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষারীতি ও গদ্যরীতির চর্চাও সমভাবে আবশ্যক বলে মনে করি।